দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার ২৪ চৈত্র ১৪১৮
৭ এপ্রিল ২০১২

রাজশাহী: দুর্গাপুরে মাজরা পোকার আক্রমণ ও খোলপচা রোগ থেকে কচি বোরো ধানগাছ রক্ষায় ক্ষেতে ওষুধ স্প্রে করছেন দুই কৃষক -ইত্তেফাক

বোরো ক্ষেতে মাজরা পোকা খোলপচা রোগ

■ রাজশাহী অফিস

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় বোরো ক্ষেতে মাজরা পোকার আক্রমণ ও খোলপচা রোগ দেখা দিয়েছে। উপজেলা জুড়ে বোরো জমিতে পোকার আক্রমণ ও রোগ ছড়িয়ে পড়ায় কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কৃষি বিভাগ কচি ধান গাছ রক্ষায় সাইপারমেথ্রিন, সালফার, প্রোপিকোনাজল, ম্যানকোজেব কীটনাশক ও বালাইনাশক স্প্রে করতে পরামর্শ দিচ্ছেন বলে কৃষকরা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, চলতি মৌসুমে দুর্গাপুর উপজেলায় ৫ হাজার ৭শ' হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। ১০/১২ দিন হলো উপজেলার সর্বত্র বোরো জমিতে মাজরা পোকার আক্রমণ ও খোলপচা রোগ দেখা দিয়েছে। কৃষি বিভাগের পরামর্শে কৃষকরা ওষুধ স্প্রে করছেন। এতে মাজরা পোকার আক্রমণ কিছুটা কমলেও সম্পূর্ণ দমন হচ্ছে না।

রৈপাড়া সরকারপাড়ার কৃষক জাহাঙ্গীর আলম তার জমিতে বোরো আবাদ করেছেন। তার সব জমিতে পোকার আক্রমণ ও খোলপচা রোগ দেখা দিয়েছে। কৃষি বিভাগের পরামর্শে এক সপ্তাহে তিনি জমিতে দুইবার সাইমেথ্রিন ও পোপিকোনাজল স্প্রে করেছেন। কিন্তু ধান গাছ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়নি। বাজুখলশীর জাকির হোসেন চলতি মৌসুমে ৭ বিঘা জমিতে হাইব্রিড বোরো আবাদ করেছেন। বাড়ন্ত কচি ধান গাছে মাজরা পোকার আক্রমণে তিনি দিশেহারা। তিনি ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। কিন্তু এক সপ্তাহেও সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তার দেখা পাননি। বেলঘরিয়া গ্রামের আবদুল কুদ্দুস আড়াই বিঘা জমিতে বিআর-২৮ ও ২৯ জাতের ধানের আবাদ করেছেন। গত ৮/১০ দিন আগে তার জমিতে মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। শুকিয়ে যাচ্ছে কচি ধান গাছ। দুইবার ওষুধ স্প্রে করেও অবস্থার উন্নতি হয়নি।

দিশেহারা দুর্গাপুরের কৃষক

এ ব্যাপারে দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শামছুল হক বলেন, এ সময় বোরোর জমিতে মাজরা পাকার আক্রমণ হয়। তবে অন্য বছরের তুলনায় এবার পোকার আক্রমণ কম। কৃষকদের তারা মাজরা পোকা দমনে সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের ওষুধ স্প্রে করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এতে মাজরা পোকার আক্রমণ বন্ধ এবং বোরো ধান রক্ষা পাবে বলে তিনি মতামত দেন।